Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 67
July-Sept. 2021

ধর্মীয় আইনে ধর্ষণের শাস্তি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

The Punishment of Rape in Religious Laws : A Comparative Discussion

Mohammad Zahidul Islam*
Nazmul Islam**

ABSTRACT

Rape is a horrendous form of violence against women. Women have been victims of rape since prehistoric times. Evidence of rape is found in all countries of both the developed and underdeveloped worlds. Women are being attacked everywhere at home,in educational institution, on road and at workplace. From three-year-old children to one-hundred-year-old women, none are safe from rapists. But in all religions of the world, rape is a reprehensible and punishable crime. In the present article, the provisions and rulings of the world's major religions (Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam) regarding rape have been stated and thereby a comparative discussion has been offered. In producing the essay, descriptive analytical and comparative research methods have been adopted. The article demonstrates that religious adherence and observance both in individual and in society and state levels would be one of the most effective ways to prevent rape and cure the society.

Keywords: Rape; Adulterer; woman rights; Religious Teachings

সারসংক্ষেপ

ধর্ষণ নারীর প্রতি সহিংসতার এক ভয়াবহ রূপ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে আসছে। উন্নত-অনুন্নত পৃথিবীর সব দেশেই নারীকে ধর্ষণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীরা বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট, কর্মস্থল, সর্বত্র আক্রান্ত হচ্ছে। তিন বছরের শিশু থেকে শুরু করে একশো বছর বয়সী বৃদ্ধাও ধর্ষকামীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অথচ বিশ্বের সকল ধর্মেই ধর্ষণ নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ধর্ষণ বিষয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম) বিধান উল্লেখপূর্বক সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের অনুসরণ অন্যতম কার্যকর উপায় হতে পারে।

মূলশব্দ : ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারী অধিকার, ধর্মীয় অনুসাশন।

* Dr. Mohammad Zahidul Islam is an Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: zahidulislam@du.ac.bd
** Nazmul Islam is an M.Phil Reserecher, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: nazmulislam5701@gmail.com

১. ভূমিকা

পৃথিবীতে নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। অতীত সমাজ-সভ্যতায় নারী যেমন অপমান ও অত্যাচারের বস্তু ছিলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এসেও নারী নির্যাতনের চিত্রে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে অনেক নারীই আজ স্বাবলম্বী। কিন্ত নারী নির্যাতনের হার কোনোক্রমেই কমছে না, বরং নির্যাতনের নিত্য নতুন ধরন যুক্ত হচ্ছে। পরিবার, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়সহ প্রায় সর্বত্রই নারী নিগ্রহ চলছে। শারীরিক-মানসিকসহ নানাভাবে নারী নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, যৌতুক, পাচার-অপহরণ, এসিড সহিংসতাসহ নানাবিধ নির্যাতন নারীকে প্রতিনিয়তই সহ্য করতে হয়। নারী নির্যাতনের একটি ভয়াবহ রূপ হচ্ছে ধর্ষণ। প্রাচীনকাল থেকে নারীর প্রতি এ অত্যাচার চলে আসলেও গত শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবেই স্বীকার করা হত না। ১৯৮০ পর্যন্ত ফ্রান্সের মতো শিল্পোন্নত দেশে ধর্ষণের ঘটনা অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। বিভিন্ন রিপোর্ট বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিনজনে একজন নারী ধর্ষণের শিকার, প্রায় কাছাকাছি অবস্থা ইউরোপ-আমেরিকার অন্য দেশগুলোতেও। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। মিয়ানমার থেকে অসংখ্য রোহিঙ্গা নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণের মুখে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের দেশে ২০২০-এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হাজারেরও অধিক ধর্ষণের সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ধর্ষণকামীরা এখন আর স্থান-কাল-পাত্রের তোয়াক্কা করছে না। বর্তমানে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। সব বয়সের নারীরাই ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। তিন বছরের অবুঝ শিশু থেকে শুরু করে শতবর্ষী বৃদ্ধা, সকলকেই ধর্ষণের ভীতি মনে নিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। ধর্ষণের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা বিবেচনায় এনে সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করেছে। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মই মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দের শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই ধর্ষণসহ সব রকম নারী নির্যাতন বন্ধে বদ্ধপরিকর। প্রচলিত অধিকাংশ ধর্মেই ধর্ষণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করা হয়। ধর্মীয় আইনে ধর্ষকের শারীরিক শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্যাতিতার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তাই নারীর জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধর্মীয় আইন পরিপালন অন্যতম

কার্যকর উপায় হতে পারে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্মের বর্ণিত আইনে ধর্ষণের শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে।

২. সংজ্ঞায়ন

ধর্ষণের শাব্দিক অর্থ পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, বলৎকার; বলপূর্বক গ্রহণ (Haque 2005, 641), দমন, দলন, পরাজিত করা ইত্যাদি। ধর্ষণ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ (اغتصاب)। শব্দটির মূল ধাতু (غصب)। যার অর্থ কেড়ে নেওয়া, জবরদখল করা, জোর করা, বাধ্য করা, বল প্রয়োগ করা (Rahman 2013, 535)। কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বল দখল করা বা ছিনিয়ে নেওয়াকে গসব বলে। তবে কারো ইজ্জত-আব্রু জোরপূর্বক হরণ করা বোঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বিখ্যাত আরবি অভিধান আল-কামূসুল মুহীত ও লিসানুল আরব প্রণেতা এ শব্দের অর্থ বর্ণনায় বলেন-

الاغتصاب هو الاخذ الشيئ ظلما و قهرا و سواء كان المغصوب مالا او عرضا وان كان الاكثر استخدامه في المال المأخوذ قهرا و ظلما

ইগতিছাব হলো কোন কিছু অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া বা হরণ করা, আর সেটি সম্পদ হতে পারে আবার মান-সম্মান বা ইজ্জত-আব্রুও হতে পারে। তবে অন্যায়ভাবে ও জোরপূর্বক কোন মাল ছিনিয়ে নেওয়া বা হরণ করা বোঝানোর ক্ষেত্রেই এটি বেশি ব্যবহৃত হয় (Ibn Manẓūr ND, 1/140)।

ধর্ষণ এক ধরনের যৌন আক্রমণ। সাধারণত একজন ব্যক্তির অনুমতি ও বৈধ পন্থা ব্যতিরেকে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম বা অন্য কোনো ধরনের যৌন অনুপ্রবেশ ঘটানোকে ধর্ষণ বলা হয়। ধর্ষণ শারীরিক বলপ্রয়োগ, অন্যায়ভাবে চাপ প্রদান কিংবা কর্তৃত্বের অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। অনুমতি প্রদানে অক্ষম (যেমন- কোনো অজ্ঞান, বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি) এ রকম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণের অন্তর্ভুক্ত (Petrak, Jenny, Barbara 2003, 2)।

Encyclopedia of rape এ ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- In most jurisdictions, rape refers to a person having sex with another person without their consent or in any way having sex with her (Smith. ed. by Merril D. 2004, 169-170).

অর্থাৎ অধিকাংশ বিচারব্যবস্থায় ধর্ষণ বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিরেকে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া কিংবা অন্য কোনোভাবে তার দেহে যৌন অনুপ্রবেশ ঘটানোকে বোঝায়।

ধর্ষণ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত, ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। সাধারণত নারীরাই পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। তবে কোনো নারী কোনো পুরুষকে যৌন সঙ্গমে বাধ্য করলে তা-ও ধর্ষণ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এমনকি এক পুরুষ অন্য পুরুষকে, এক নারী অন্য নারীকে সমকামিতায়[১] বাধ্য করলে তা-ও ধর্ষণ।

১. সমকামিতা- এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Homosexuality। লূত (আ.)-এর কওমকে সমকামিতার অপরাধে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল (Al-Qurān, 7 : 80-84 & 11 : 77-82)। ইসলামে

উইকিপিডিয়াতে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

Rape is a type of sexual assault usually involving sexual intercourse or other forms of sexual penetration carried out against a person without that person's consent. The act may be carried out by physical force, coercion, abuse of authority, or against a person who is incapable of giving valid consent, such as one who is unconscious, incapacitated, has an intellectual disability or is below the legal age of consent.

অর্থাৎ ধর্ষণ এক ধরনের যৌন আক্রমণ। সাধারণত, একজনের অনুমতি ব্যতিরেকে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম বা অন্যকোনো ধরনের যৌন অনুপ্রবেশ ঘটানোকে ধর্ষণ বলা হয়। ধর্ষণ শারীরিক বলপ্রয়োগ, অন্যভাবে চাপপ্রয়োগ কিংবা কর্তৃত্বের অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। অনুমতি প্রদানে অক্ষম যেমন কোনো অজ্ঞান, বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণের আওতাভুক্ত (Wikipedia 2020)।

বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০- এর ৯ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

যদি কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোনো নারীর সঙ্গে তার সম্মতি ছাড়া বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে বা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোনো নারীর সঙ্গে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

বিখ্যাত আরবি অভিধান *আল মুজামুল ওয়াসীত* প্রণেতা ধর্ষণ-এর সংজ্ঞায় বলেন,

غصب المرأة : زنى بها كرها

অর্থাৎ, কোনো নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে ধর্ষণ বলা হয় (Madkur, 1972. 654)।

অধিকাংশ ধর্মের দৃষ্টিতেই ধর্ষণ এক প্রকার ব্যভিচার।[২] তবে সব ধর্মই স্বীকার করে যে, ব্যভিচার সংঘটিত হয় দুপক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। আর ধর্ষণের ক্ষেত্রে অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও এক পক্ষকে বাধ্য করা হয় এ কর্মে লিপ্ত হতে। ইসলামী আইনবিদের মতও অনুরূপ। যে-কারণে ইমামগণ কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার সঙ্গে জোরপূর্ববক যিনায় লিপ্ত হওয়াকে ধর্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক কোনো পুরুষ বা নারী বৈধ

নারী-পুরুষ সব ধরনের সমকামিতাই নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইমামদের কেউ কেউ সমকামিতার অপরাধে যিনার হদ্দ আরোপের পক্ষে মত দিয়েছেন । অধিকাংশ ইমামের মতে, তাদেরকে তাযীর শাস্তি প্রদান করা হবে।

২. ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ (زني/زنا) (Rahman 2004, 400)। যিনা শব্দের শাব্দিক অর্থ পাপকর্ম করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন দুইজন নর-নারী বৈধ বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত একজনের যৌনাঙ্গ অন্যজনের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোকে যিনা বলা হয় (Musa & Haque 2018, 330)

বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত বলপ্রয়োগ করে কোনো নারী বা পুরুষের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াই ধর্ষণ (Musa & Haque 2018, 340)।

৩. ধর্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্র

অতীতের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় প্রায় সব দেশেই ধর্ষণের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে গত তিন বছর যাবৎ ধর্ষণের ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসাক) তথ্যের ভিত্তিতে *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ষণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে গত তিন বছরের ধর্ষণের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটির অংশবিশেষ নিম্নে সারণি আকারে দেওয়া হলো।

সারণি-০১

২০১৮-২০২০ সালের ধর্ষণ চিত্র

সাল	ধর্ষণের শিকার
২০১৮	৭৩২ জন নারী
২০১৯	১৪১৩ জন নারী
২০২০ (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর)	৯৭৫ জন নারী

সূত্র- *Prothom Alo*, Oct. 5, 2020

সারণিতে দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সালে দেশে ধর্ষণের শিকার হন ৭৩২ জন নারী। ২০১৯ সালে যা প্রায় দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে দেশে করোনা মহামারি চলছে। এই মহামারির মধ্যেও থেমে নেই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ। একের পর এক ধর্ষণের খবর প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। আসকের তথ্য মতে, এ বছর জুন মাসে সর্বাধিক ১৭৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া সিলেটের এমসি কলেজ এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের ঘটনা দেশে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

নয়টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ধর্ষণ সংক্রান্ত সংবাদের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন আসক ৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ তাদের ওয়েব সাইটে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশে সংঘটিত ধর্ষণের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে। নিম্নে সারণি আকারে পরিসংখ্যানটি উপস্থাপন করা হলো।

সারণি- ০২

বিষয়	সংখ্যা
ধর্ষণ	৯৭৫
গণধর্ষণ	২০৮
ধর্ষণ চেষ্টা	২০৪
ধর্ষণের পর হত্যা	৪৩
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা	১২

সূত্র- Ain o Salish Kendra, Oct. 6, 2020

শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সারা পৃথিবীব্যাপীই ধর্ষণের মতো অমানবিক নারী পীড়নমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোই এগিয়ে। ধর্ষণে বিশ্বের প্রথম ১০ দেশের তালিকা নিম্নে সারণি আকারে দেওয়া হলো।

সারণি- ০৩

ধর্ষণে শীর্ষ দশ দেশ

অবস্থান	দেশের নাম	হার (প্রতি লাখে)
১ম	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩২.৪০
২য়	বোতসোয়ানা	৯২.৯০
৩য়	লেসেথো	৮২.৭০
৪র্থ	ইসওয়াতিনী	৭৭.৫০
৫ম	বারমুডা	৬৭.৩০
৬ষ্ঠ	সুইডেন	৬৩.৫০
৭ম	সুরিনাম	৪৫.২০
৮ম	কোস্টারিকা	৩৬.৭০
৯ম	নিকারগুয়া	৩১.৬০
১০	গ্রানাডা	৩০.৬০

সূত্র- World Population Review, 2021.

এই দশ দেশের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধর্ষণ চিত্রও অত্যন্ত ভয়াবহ। যার মধ্যে ইউএসএ, বেলজিয়াম, ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধির কতিপয় কারণ

ধর্ষণের মতো সামাজিক ব্যাধি ও ঘৃণ্যতম অপরাধের পেছনে দায়ী বহুমুখী কারণ। নিম্নে কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো :

সামাজিক অস্থিরতা : ধর্ষণের প্রধান কারণ সামাজিক অস্থিরতা, বিশেষ করে নাগরিক সমাজের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক অমানবিকতা ও অনাচার ধর্ষণের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে বলে ধারণা পাওয়া যায়। তাদের একদিকে সুস্থ বিনোদনের অভাব, পাড়া-মহল্লায় সাংস্কৃতিক ও ক্লাবভিত্তিক সেবামূলক চর্চার অভাবে সুস্থ মানবিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে তরুণ সমাজের জন্য সুষ্ঠু একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা হীনতার কারণে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব : বর্তমানে দেশে বিভিন্ন বিদেশী চ্যানেল, বিভিন্ন ধরনের ডার্কসাইটসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদিতে অবাধ যৌনতার ছড়াছড়ি। এ সমস্ত যৌনতার চটুল প্রচারণায় অনেক বিকৃত রুচিকে উসকে দিচ্ছে বা প্রকাশ ঘটাচ্ছে। সাইবার সেক্সুয়াল ক্রাইম, নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক ও

ক্ষতিকর চরিত্র চিত্রায়নের ফলে এ ধরনের ঘটনাগুলো বাড়ছে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রবণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব : ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বাড়ার একটা বড় কারণ হলো নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। শিশু এমনকি বয়স্কদেরও নৈতিক শিক্ষায় ঘাটতি থাকায় অনেকটা মূল্যবোধহীন হয়ে বেড়ে উঠছে একটা জাতি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার আচরণে এ ব্যাপারে প্রণোদনা বা উৎসাহ ও অনুশাসনের ঘাটতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। ফলে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার আনাচে-কানাচে, চিন্তাচেতনায় নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব, প্রয়োগ, প্রসার ও প্রচারের আকাল দেখা দিয়েছে। সুযোগসন্ধানীরা সেই সুযোগে নৈতিক বিবেচনাবোধ বর্জিত হয়ে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। এতে সমাজের তথাকথিত শক্তিশালী বা পাওয়ারহোল্ডাররা মদদ জোগাচ্ছে। আবার মাদক ব্যবসা ও আসক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি মানুষের মানবতাবোধ ধ্বংস করতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

বিচারহীনতা ও অবিচারের সংস্কৃতি : বিচারহীনতা অথবা অবিচারের সংস্কৃতি, সময়মতো বিচার না পাওয়া কিংবা দুষ্টচক্রের ইন্ধনে অন্যায্য বিচার পাওয়া ইত্যাদি আমাদের দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা খুবই স্বাভাবিক বিষয় বলে বিবেচিত। নারীর প্রতি যেকোনো সহিংসতা ও ধর্ষণের বিচার চাওয়া যেমন দুষ্কর, তেমনি বিচার পাওয়া আরো অসম্ভব। উপরন্তু, ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর এ দেশের সমাজ ও অপশাসনের ব্যবস্থা - পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতরা, বিচার ব্যবস্থা - খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। মামলার তথ্য আদায়ের প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ ও সহজগম্য নয়। সবকিছু মিলিয়ে বিচারের বাণী যেমন বিলম্বিত হয়, তেমনি আরো বিলম্বিত বা অসম্ভব হয়ে পড়ে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে ৩৪ লাখ মামলা জমা পড়ে আছে, যেখানে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। এ তথ্য প্রগতির যুগেও কেন্দ্রীয়ভাবে মামলাগুলোর নথিভুক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে হারিয়ে যাওয়া স্বীয় মামলার তথ্য জানা ও মামলা চালানোর জন্য ভুক্তভোগীরা উৎকোচ প্রদানে বাধ্য হয়। এ সবকিছুই বিচার পাওয়ার জটিলতাকে ভয়াবহ আকার দান করেছে, যার প্রমাণ রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী গত ১৯ বছরে শতকরা মাত্র ৩ দশমিক ৫ ভাগ ধর্ষণ-সংক্রান্ত মামলা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের আওতায় আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে, বিচার হয়েছে শতকরা মাত্র শূন্য দশমিক ৩৭ ভাগের। এই একটি চিত্রে নারী নির্যাতন-সংক্রান্ত বিচারকার্যে ধীরগতি ও সার্বিক অবহেলা পরিস্ফুট, যা অস্বীকার করা যায় না এবং বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না (*Bonikbarta*, July 13, 2021)।

ক্ষমতার অপব্যবহার : ক্ষমতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ও বহুলাংশে ধর্ষণের মতো অপরাধ বাড়িয়ে দেয়। ক্ষমতাশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অধস্তন কর্মীবাহিনীর কেউ কেউ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। বিপদ হলে আইন আদালত সামলে নেয়ার আশ্রয় আছে - এ ভাবনায় তারা অসহায় নারী ও শিশুর ওপর আক্রমণপ্রবণ হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় অনুশাসন না-মানা : ধর্মীয় অনুশাসন না-মানা ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার চর্চা বৃদ্ধি করলে ধর্ষণের প্রবণতা কমে আসবে।

৫. ধর্মীয় আইনে ধর্ষণের শাস্তি

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ ধর্মচর্চা করে আসছে। মানবেতিহাস এবং ধর্মের ইতিহাস সমান্তরালে অগ্রসর হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ধর্ম হচ্ছে, ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ইহ ও পরকাল সম্পর্কিত নির্দেশ, কর্তব্য কাজ, বিধান, সুনীতি, সাধনার পথ, স্বভাব ও গুণ (Biswas, 1998. 353)। ধর্মের সংজ্ঞায় Emile Durkheim বলেন,

> Unified system of beliefs and practices relative to sacred things that is to say, things set apart and forbidden. (Khalil, 2019. 22)
>
> অর্থাৎ ধর্ম হলো পবিত্র জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান।

মানব জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মের প্রধান কাজ মানুষের অন্তঃকরণে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা, তাদেরকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলা। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরে মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার মধ্যেই ধর্মের সার্থকতা নিহিত।

পৃথিবীর সব ধর্মই ধর্ষণের মতো অমানবিক পীড়নের বিপক্ষে। আমাদের আলোচ্য ধর্মসমূহে ধর্ষণকে এক ধরনের ব্যভিচার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থগুলোতে ব্যভিচারের আলোচনার সঙ্গেসঙ্গে ধর্ষণের আলোচনাও করা হয়েছে। প্রায় সব ধর্মেই ধর্ষণ মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত আলোচ্য অন্যান্য ধর্মসমূহে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমও রয়েছে। ধর্ষণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে।

৬. হিন্দু ধর্ম

পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি হিন্দু ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কালে এ ধর্মের উৎপত্তি ও পরবর্তীকালে ক্রমবিকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষে। হিন্দু ধর্ম একটি ব্যতিক্রমী ধর্ম, কারণ এ ধর্মের বিশেষ কোনো প্রচারক কিংবা প্রবর্তক নেই। কালের বিবর্তনে মুনি-ঋষিগণের চিন্তা, কল্পনা, সাধনা, অনুভূতি ইত্যাদি থেকে এ ধর্ম বাস্তব রূপ লাভ করেছে। মহাত্মা গান্ধীসহ অধিকাংশ হিন্দু পণ্ডিতের মতে এ ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম; হিন্দু ধর্ম নয়। বর্ণবাদ, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ,

মোক্ষবাদ, বহু দেবতার উপাসনা ইত্যাদি এ ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদ, উপনিষদ, মনুস্মৃতি, শ্রীমতভগবদ, চণ্ডী, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদাঙ্গ ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ।

ক. ধর্ষণ ও ব্যভিচারের নিন্দা

হিন্দু ধর্মে মানুষের কর্মের দুরকমের ফল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে: ক. পাপ ও খ. পুণ্য। যে কাজ করলে আত্মার প্রশান্তি, জীব-জগতের হিত সাধিত হয়, ধর্ম রক্ষা হয় তা পুণ্য কর্ম। যেমন– মানব সেবা, জীবে দয়া, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। ব্যক্তির কুপ্রবৃত্তি যেমন- কাম, মোহ, মদ, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দমন করে সৎপথে চললে নিজের মঙ্গল হয়, সমাজও উপকৃত হয়। সুতরাং এ কর্ম পুণ্য কর্মের মর্যাদা লাভ করবে। আর যে কর্মের ফলে নিজের কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা অন্যের ক্ষতির কারণ হয় তার নাম পাপ। মাদকাসক্তি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি পাপের উদাহরণ (Patwari, & others, 2014. 296)। ধর্ষণ-ব্যভিচার হিন্দু ধর্ম ঘোষিত বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম। Rig Veda-এ বলা হয়েছে,

> Seven are the pathways which the wise have fashioned; to one of these may come the troubled mortal. (Rig Veda : 10.5.6)
>
> অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ সাতটি সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেউ তার একটি করলে সে-ও পাপী।

হিন্দু শাস্ত্রবিদগণ উপরে উল্লিখিত শ্লোকের সাতটি অলংঘনীয় সীমা বা পাপের নাম চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, ১. ব্রহ্মহত্যা ২. সুরাপান ৩. চৌর্য্যবৃত্তি ৪. ব্যভিচার ৫. পুনঃপুনঃ পাপাচরণ ৬. পাপ করে তা অস্বীকার করা, গোপন করা বা অসততা ৭. সায়ণ। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যভিচারসহ উল্লিখিত সাতটি বিষয়কে মহাপাপ হিসেবে একাধিক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

পার্থিব জীবনে অন্যায় কর্ম করলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জীবনে শাস্তি ভোগের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও পাপীর জন্য অপেক্ষা করছে নরকের ভয়াবহ শাস্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ছিয়াশিটি নরকের বর্ণনা রয়েছে। Srimad Bhagavata-অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তিদের যেখানে এনে দোষ-গুণ বিচার করা হয় সে স্থানটিই নরক। অপরাধীরা সবাই একই নরকে সমান শাস্তি ভোগ করবে না। বরং ব্যক্তি তার অপরাধের ধরন ও মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নরকে বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার শাস্তি ভোগ করবে। অর্থাৎ পাপের তারতম্য অনুসারে নরকযন্ত্রণা ভোগের ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে।

যেসব অপরাধের কারণে মানুষকে নরকে যেতে হবে তার মধ্যে ব্যভিচার অন্যতম। Srimad Bhagavata-এর বর্ণনানুযায়ী যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে অর্থাৎ যেসব নারী বা পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে 'Taptasurmi' নামক নরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। হিন্দু ধর্মে পশুর সঙ্গে সঙ্গমে

লিপ্ত হওয়াও পাপ। কেউ এ পাপ কর্ম করলে তাকে 'Vajrakantaka-salmali' নামক নরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে (Srimad Bhagavata, 5.26. 20-21)।

খ. ধর্ষণের শাস্তি বিধান

হিন্দু ধর্মে ধর্ষণ এক ধরনের ব্যভিচার। হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মতে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে তা ধর্ষণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অপরাধে লিপ্ত নর-নারী উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর ধর্ষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণেই যে ব্যক্তি অপরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে শুধু সেই ব্যক্তিই শাস্তি ভোগ করবে।

কয়েক দশক আগেও হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা[৩] অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হত। ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণপ্রথা পালনে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণপ্রথা লংঘনকারীর জন্য পার্থিব এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ-ব্যভিচারের মতো ভয়াবহ অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ যত বড় অপরাধই করুক না কেন তাকে কোনোক্রমেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না বলে Manusmriti তে উল্লেখ করা হয়েছে (Manusmriti, 8 : 379-380)।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে ব্যভিচারী পুরুষ বা ধর্ষক উচ্চ বর্ণের হলে নামমাত্র জরিমানা আরোপ করে ছেড়ে দেওয়া হত। অপরদিকে অপরাধী পুরুষ মহিলা অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত এবং মহিলা সম্মতিতে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে মহিলার কান কেটে দেওয়া হত (Rahman 2019, 66-67)। সমবর্ণের কুমারী রমণীর সঙ্গে এরূপ করা হলে অপরাধীকে শুধু আর্থিক জরিমানা দেওয়ার কথা হিন্দু আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারের ভার রমণীর পিতার উপর অর্পিত হবে। জরিমানা গ্রহণ তার এখতিয়ারাধীন। তিনি চাইলে জরিমানা করতে পারেন, আবার চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন (Manusmriti, 8 : 366)।

ব্রাহ্মণের শাস্তি

হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন উচ্চবর্ণের লোক। এই বর্ণের মানুষেরা জ্ঞানে, কর্মে, গুণে উন্নত বলে মনে করা হয়। পুরোহিতগণ এ বর্ণেরই হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণের কোনো সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণীর সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সম্মতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হলে তাকে ৫০০ পণ জরিমানা প্রদান করতে হবে (Manusmriti, 8 : 378)। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য বর্ণের সংরক্ষিত রমণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ

---

৩. হিন্দু ধর্মে ব্যক্তির জন্মের দ্বারা তার বর্ণ নির্ধারিত হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজ চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত : ১. ব্রাহ্মণ ২. ক্ষত্রিয় ৩. বৈশ্য ৪. শূদ্র। প্রতিটি বর্ণেরই নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ, বিধিবিধান রয়েছে। হিন্দু সমাজের সামাজিক কার্যাবলি নিজ নিজ বর্ণের বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অতীতে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে পালন করা হলেও বর্তমানে অগ্রসর হিন্দু সমাজে এ ব্যাপারে শৈথিল্য লক্ষণীয়।

ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেক্ষেত্রে তাকে একই পরিমাণে জরিমানা প্রদান করতে হবে (Manusmriti, 8 : 383)।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শাস্তি

চার বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অবস্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ক্ষত্রিয়গণ হলেন শাসক বর্ণের লোক। আর বৈশ্যরা মূলত ব্যবসাবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সমাজের কেউ সংরক্ষিত ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ব্রাহ্মণের সমপরিমাণ ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে বৈশ্যকে কারাদণ্ড প্রদান করা হবে এবং ক্ষত্রিয়কে চুল কামিয়ে নগ্ন মাথায় মূত্র ঢেলে অপমান করা হবে (Manusmriti, 8 : 375)। সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণী সম্ভ্রান্ত কারো স্ত্রী হলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে (Manusmriti, 8 : 377)।

বৈশ্য বর্ণের কেউ ক্ষত্রিয় বর্ণের রমণীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হলে বৈশ্যের পাঁচশত পণ জরিমানা করা হবে। আর ক্ষত্রিয় বর্ণের পুরুষ বৈশ্য বর্ণের রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে ক্ষত্রিয়কে সহস্র পণ জরিমানা করা হবে (Manusmriti, 8 : 382-84)।

শূদ্রের শাস্তি

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবাযত্ন করাই এ বর্ণের লোকদের দায়িত্ব। ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় শূদ্র গোত্রভূক্ত কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে। উচ্চবর্ণের কোনো রমণীর সঙ্গে অপরাধে লিপ্ত হলে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি যৌনাঙ্গ কর্তন করার আইন রয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধানও রাখা হয়েছে (Manusmriti, 8 : 374)।

ধর্ষণ

ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষকের জন্য ব্যভিচারের শাস্তির পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু শাস্তির বিধান হিন্দু ধর্মে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র রমণীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে অশুচি করা হলে অপরাধীকে ব্যভিচারের শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি শাস্তিও প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রেও বর্ণবৈষম্য লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ বর্ণের কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে তাদের বেলায় শারীরিক শাস্তির বিধান রাখা হলেও ব্রাহ্মণকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। Manusmriti তে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন স্বজাতি যদি অকামা-কন্যা-গমন করে, তবে তার লিঙ্গচ্ছেদনাদিরূপ বধদণ্ড করবেন, সকামা-গমনে বধদণ্ড হবে না (Manusmriti, 8 : 364)।

পবিত্র রমণীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে অশুচি করা হলে অপরাধীর আঙ্গুল কেটে ফেলা হবে এবং ছয় শত পণ জরিমানা করা হবে। একই বর্ণের সকামা স্ত্রীতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে অশুচি করা হলে অপরাধীর আঙ্গুল কেটে ফেলা হবে না। তবে তাকে দুই শত পণ জরিমানা প্রদান করতে হবে; ভবিষ্যতে যাতে এ পাপে লিপ্ত না হয় সেজন্য সর্তক করতে এ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে (Manusmriti, 8 : 367)।

সমকামী নারীর শাস্তি

হিন্দু ধর্মে সমকামিতাও একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত, বিশেষত নারীদের সমকামিতা। এক নারী অন্য নারীকে সমকামিতায় বাধ্য করলে, অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে অশুচি করলে অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থার আলোকে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। অপরাধী অবিবাহিত হলে তাকে দুইশত পণ জরিমানা করা হবে, শুল্ক দ্বিগুণ ধার্য করা হবে। সেইসঙ্গে দশটি বেত্রাঘাতও করা হবে। অপরাধী বিবাহিত হলে তার দুই আঙ্গুল ছেদ করা হবে। এর পাশাপাশি মাথা মুণ্ডন করে গর্ধভে চড়িয়ে ঘুরানো হবে (Manusmriti, 8 : 369-370)।

একাধিকবার একই অপরাধে লিপ্ত হলে

কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি একই অপরাধে পুনঃপুন লিপ্ত হলে তার শাস্তি প্রতিবারেই পূর্বের শাস্তির তুলনায় দ্বিগুণ করা হবে। কোনো ধর্ষক বা ব্যভিচারী একবার শাস্তি ভোগ করে পুনরায় ধর্ষণ বা ব্যভিচার করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে (Manusmriti, 8 : 373)।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শাস্তি

হিন্দু ধর্মে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তার বয়স, মানসিক ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য বিচারককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ধর্ষণ-ব্যভিচার কিংবা অন্য কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়লে তার শাস্তি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির তুলনায় লঘু হবে। বিশেষত মৃত্যুপরবর্তী জীবনে ঈশ্বর অপরাধীর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তার ব্যাপারে রায় প্রদান করবেন। Srimad Bhagavata বলা হয়েছে, If one acts in the mode of ignorance because of madness, his resulting misery is the least severe. অর্থাৎ, কেউ পাগলামির কারণে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে সে তার ফলস্বরূপ সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে (Srimad Bhagavata 5.26.3)।

বর্তমান পৃথিবীতে ভারত সর্ববৃহৎ হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র। দেশটিতে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পূর্বে দেশটিতে সব ধরনের ধর্ষণের অপরাধে ন্যূনতম দশ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হত এবং ভুক্তভোগী মারা গেলে কিংবা অসুস্থতার কারণে নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে পড়লে, এ ক্ষেত্রে অপরাধীরকে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত। ২০১৮ সালে ভারতজুড়ে ধর্ষণবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের ফলে ধর্ষণ আইনে পরিবর্তন আনা হয়। নতুন আইনে ১২ বছরের কম বয়সী কন্যা শিশু ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয় (Nain & Munna, 7 October, P. 2020. 1)।

হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে ব্যভিচার-ধর্ষণ একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। ব্যভিচার, সমকামিতা, ধর্ষণ এবং এ জাতীয় সকল অপরাধই হিন্দু ধর্মে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধের মাত্রা ও অপরাধীর বর্ণভেদে আর্থিক দণ্ড, হালকা শারীরিক শাস্তি

থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে ধর্ষণের শাস্তিস্বরূপ। শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ধর্মে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ করা হয়েছে।

৭. বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত বৃহৎ ধর্মসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শনই বৌদ্ধ ধর্ম। এটি একটি কর্মবাদী ধর্ম, কুশল কর্মের মাধ্যমে মানবের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাই এ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। মানবতাবাদ, জীবপ্রেম, অহিংসা, মধ্যমপন্থা অবলম্বন, ঈশ্বর নিরপেক্ষতা ইত্যাদি এ ধর্মের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধর্মের মূলভিত্তি গৌতম বুদ্ধের বাণী, শিক্ষা ও আদর্শ-সম্বলিত ত্রিপিটক।

ক. ধর্ষণ-ব্যভিচারের নিন্দা

গৌতম বুদ্ধ সব ধরনের অন্যায়, অনৈতিকতার বিরোধী ছিলেন। যেসব কাজ মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না বরং অকল্যাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেসব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ গৌতম বুদ্ধ দিয়েছেন। বুদ্ধের দৃষ্টিতে ধর্ষণ-ব্যভিচার অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটি একটি অকুশল বা পাপ কর্ম। সকল প্রকার অকুশল বা পাপ কাজ হতে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদন করে আপন চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখাই হলো বুদ্ধের শিক্ষা (Astangika Marga)।

খ. ধর্ষণের শাস্তি বিধান

বৌদ্ধ ধর্ম সকল মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তুলতে চায়, যাতে করে মানুষের মাঝে অপরাধ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা জন্মায়। অন্যায়, অকল্যাণ, অসততার মতো খারাপ গুণাবলি থেকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দূরে থাকে। অকল্যাণ সৃষ্টিকারী উপাদান থেকেও আত্মরক্ষা করে। মানুষসহ সকল সৃষ্টির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার মতো মানসিকতা সকলের মাঝে সৃষ্টি করা মানবিক এ ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রচণ্ড মানবতাবাদী ও জীবপ্রেমী। যে-কারণে বৌদ্ধ ধর্মও একটি মানবতাবাদী ধর্ম। এ ধর্মে জীবকে কষ্ট দেওয়া, জীব হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। অষ্টশীলে[৪] বলা হয়েছে, পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। অর্থাৎ প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (Asta Sila, 1)। গৌতম বুদ্ধ তার অতি মানবতাবাদী চিন্তা থেকে অপরাধীর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে যাননি; বরং অপরাধের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেগুলো থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। জীবহত্যা, মাদকসেবন, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যা ভাষণ, আমোদফুর্তিতে মত্ত হওয়াসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্ম সম্পর্কে বারংবার

৪. 'ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আটটি নিয়ম বা নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আটটি নিয়ম বা নীতিকে 'অষ্টশীল' বল হয়। সাধারণত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্যই অষ্টশীল পালন করা হয়' (Nasrin, Shamima 2019, 66)।

সতর্ক করেছেন। এমনকি যেসব কর্ম থেকে অপকর্মের সৃষ্টি হতে পারে সেসব কর্ম থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেসব পেশা মানুষের ক্ষতির কারণে হতে পারে বুদ্ধ সেসব ব্যবসাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এরকম ব্যবসার সংখ্যা পাঁচটি, এগুলো হলো : ক. অস্ত্রব্যবসা, খ. প্রাণীব্যবসা, গ. মাংসব্যবসা, ঘ. মাদক ও মাদকজাতীয় ব্যবসা এবং ঙ. বিষব্যবসা (Chakma, 1975. 266)।

মহামতি গৌতম বুদ্ধ যেসকল অন্যায়-অপকর্ম থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন ধর্ষণ-ব্যভিচার তার মধ্যে অন্যতম। হিন্দু ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও ধর্ষণকে ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত অপরাধ বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের 'সম্যক কর্মে'[৫] সকল ধরনের ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্যক কর্মে দুষ্কর্মকে পরিত্যাগ করে সুকর্মকে স্বাগত জানানো হয়। সম্যক কর্মে ব্যভিচারের পাশাপাশি লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, চুরি, ইত্যাদি পাপকর্ম থেকে আত্মরক্ষারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

বুদ্ধ তার পঞ্চশীলে[৬]ও ব্যভিচারে জড়িত না হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেউ সাফল্য অর্জন করতে চাইলে তাকে এ শিক্ষা অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। পঞ্চশীলের ১নং শ্লোকে বলা হয়েছে, কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। অর্থাৎ, অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (Pancha Sila, 3)।

বর্তমান পৃথিবীতে চীন সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ অধ্যুষিত রাষ্ট্র। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সিংহভাগ মানুষের বসবাস এ দেশে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ দেশে নানাবিধ আইন ও শাস্তিবিধান প্রণীত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো এ দেশেও ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হয় মৃত্যুদণ্ড। ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধীর যৌনাঙ্গ কেটে দেওয়া হয়। আরেকটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত রাষ্ট্র মঙ্গোলিয়াতেও ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ভুক্তভোগীর পরিবারের হাত দিয়েই শাস্তি কার্যকর করা হয় (Nain & Munna, 7 October, P. 2020. 1)।

বৌদ্ধ ধর্মে ব্যভিচার-ধর্ষণ অনৈতিক ও অপকর্ম এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতি বিরোধী হিসেবে স্বীকৃত। পঞ্চশীল, অষ্টশীলসহ গৌতম বুদ্ধের নানা উপদেশবাণীতে এ ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনেও এ ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কার্যকর কোনো আইন ও শাস্তি বিধান এ ধর্মে রাখা হয়নি।

৫. সৎ ও পবিত্র কর্ম সম্পাদন করাই হচ্ছে সম্যক কর্ম । যে 'কর্মে কোনরকম পাপের ছোঁয়া বা স্পর্শ থাকে না তাকে সম্যক কর্ম বলা হয়। মিথ্যাভাষণ, চুরি, ডাকাতি, মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন, সামাজিক ব্যভিচার সম্যক কর্ম অনুসারে গর্হিত অপরাধ' (Patwari & others 2014, 334);

৬. 'পঞ্চশীল হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের পঞ্চ নৈতিক বিধান। নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ গৃহস্থ বা উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপাল্য পাঁচটি শীল বা শিষ্টাচারের বিধানই পঞ্চশীল নামে অভিহিত। পঞ্চশীল প্রার্থনা পালি ভাষায় করতে হয়' (Nasrin, Shamima, 2019. 66)

৮. ইহুদী ধর্ম

পৃথিবীর একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের মধ্যে ইহুদী ধর্ম অন্যতম। ইহুদী ধর্মের অনুসারীগণ ইয়াকূব আ.-এর বংশধর। বাইবেলে ইয়াকূব আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'জ্যাকব/Jacob'। তার আরেক নাম ইসরাঈল। যে-কারণে এ ধর্মের অনুসারীদের ইসরাঈলী নামেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীতে ইসরাঈল একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র। বর্তমানে ইহুদী জাতি সাধারণভাবে মূসা আ.-এর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। বাইবেলে মূসা আ. এর নাম উল্লেখ আছে 'মোশি/Mosess'। একত্ববাদ, কর্মবাদ, পুনরুত্থানে বিশ্বাস ইত্যাদি এ ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিব্রু ভাষায় অবতীর্ণ তাওরাত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। ইহুদীরা তাওরাতকে বাইবেলের পুরাতন অংশ মনে করে থাকে। এ কারণে তাওরাতকে 'Old Testament' নামে অভিহিত করা হয়।

ক. ধর্ষণ-ব্যভিচারের নিন্দা

ইহুদীরা তাদের ধর্মকে শালীন ও পরিশীলিত ধর্ম বলে মনে করে। সব ধরনের অশ্লীলতা, লজ্জাজনক কর্ম এ ধর্মে নিষিদ্ধ। বৈধ বিবাহবহির্ভূত যে-কোনো যৌন সঙ্গম, চাই তা উভয় পক্ষের সম্মতিতে হোক অথবা এক পক্ষের অসম্মতিতে হোক, ইহুদী ধর্মে এ ধরনের সঙ্গম ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যার জন্য মানুষকে পার্থিব ও মৃত্যুপরবর্তী উভয় জগতেই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ধরনের অপকর্মকে তাওরাতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তাওরাতেই সর্বপ্রথম এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধিবিধান তুলে ধরা হয়। কাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ, যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ সেসব বিষয় স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে তাওরাতে। কাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ, পাপের কাজ তা-ও বাতলে দেওয়া হয়েছে তাওরাতে।

বাইবেলে লেবীয় পুস্তকের ১৮ নং অধ্যায় কাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ, অবৈধ সঙ্গমের কী পরিণাম ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় খুব কঠোর ভাষায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের (Leviticus, 18 : 6) সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ঘনিষ্ট আত্মীয়দের বিস্তারিত পরিচয়ও এ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: মা, বাবা, সৎ মা, বোন, বাবার ঔরসজাত কন্যা বা বৈপিত্রেয় বোন, মায়ের গর্ভজাত কন্যা বা বৈমাত্রেয় বোন, পুত্রের কন্যা বা নাতনি, কন্যার কন্যা বা নাতনি, বাবার বোন বা ফুফু, মায়ের বোন বা খালা, কাকিমা অর্থাৎ কাকার স্ত্রী, পুত্রবধূ, ভাইয়ের স্ত্রী, মা-মেয়ে উভয়ের সঙ্গে অর্থাৎ শাশুড়ি, শাশুড়ির পুত্রের কন্যা বা কন্যার কন্যা, একই সঙ্গে দুই বোন অর্থাৎ স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার বোনকে বিয়ে করা (Leviticus, 18 : 6-18)।

শুধু আত্মীয় নয় বরং যেকোনো নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াই পাপাচার। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া লজ্জাজনক কাজ, নির্বোধ ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজে নিজেকে জড়ায় না। এটি এমন এক অপরাধ যা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো সুযোগ নেই

(Proverbs 6: 27-33)। পাপের মাত্রা আরও বেড়ে যায় যদি প্রতিবেশীর স্ত্রী (Leviticus 20:10) অথবা কোনো পুরুষের স্ত্রী বা বাগ্‌দত্তার সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়। সারকথা হচ্ছে, এ ধর্মে সব ধরনের ব্যভিচার নিষিদ্ধ। ইহুদী ধর্ম সমকামিতা এবং পশুকামের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর পাশাপাশি ঋতুস্রাব চলাকালীন স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে মিলিত হওয়াও নিষিদ্ধ (Leviticus, 18 : 19-23)।

এসব অপকর্ম পবিত্র মানুষকে অশুচি ও অপবিত্র করে। এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, পরিত্রাণ লাভের সুযোগ নাই। এ অপরাধ ঈশ্বরকে রাগান্বিত করে। যখন একটা সমাজ বা জাতির সিংহভাগ মানুষই এ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন ঈশ্বরের ক্রোধের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। পরিণামে এ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়া জাতি বা সমাজের প্রতি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষণ করা হয়, ধ্বংস করে দেওয়া হয় সে জাতিকে (Leviticus, 18 : 24-30)।

ব্যভিচারের শাস্তি

ইহুদী ধর্মে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর বৈবাহিক অবস্থা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ বিবাহিত নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নারীর স্বামীর প্রতি অসম্মান এবং অন্যায় আচরণ করা হয়। বিবাহিত নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের দরুন তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃপরিচয় কী হবে, এ সন্তানের প্রকৃত পিতা কে এসব যৌক্তিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। যে-কারণে কারো স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ঐ স্ত্রী এবং যে পুরুষের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছে উভয়কেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে (Deuteronomy, 22 : 22)।

আবার বিয়ে হয়নি কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এমন নারীর সঙ্গে নগরের অভ্যন্তরে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শাস্তি হচ্ছে নগরের দ্বারের কাছে নিয়ে নারী-পুরুষ উভয়কেই পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। মেয়েটির শাস্তি হবে, কারণ সে সতীত্ব রক্ষার জন্য সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি। অথচ সাহায্য চেয়ে চিৎকার করা হলে নগরবাসীরা তার সাহয্যে এগিয় আসত, তার সতীত্ব রক্ষা পেত। পুরুষটির শাস্তি হবে, কারণ সে অন্য পুরুষের ভাবী স্ত্রীকে অপবিত্র করেছে (Deuteronomy, 22 : 22-24)। এ ধর্মে পশুকাম (Exodus, 22 : 19) এবং সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (Leviticus 20 : 13)।

খ. ধর্ষণের শাস্তি বিধান

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাওরাতেই প্রথম ধর্ষণ সম্পর্কে বিশেষায়িত আইন খুব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থে ধর্ষণের শাস্তি বিধান উল্লেখ করা হলেও তা তাওরাতের মতো সুসংহত ছিলো না এবং সহজবোধ্যও ছিলো না। তাওরাতের ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, এটি রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা পাওয়া ধর্ষণসংক্রান্ত প্রথম ধর্মীয় আইন। তাওরাত পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আইন রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

ইহুদী ধর্মে ধর্ষণের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের ন্যায় ধর্ষিতা নারীর বৈবাহিক অবস্থাভেদে ধর্ষককে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শাস্তি প্রদান করা হয়। কুমারী নারীর সঙ্গে এ অপকর্ম লিপ্ত হলে শুধু আর্থিক দণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কোনো শারীরিক শাস্তি বা কারাদণ্ডের বিধান নেই। তাওরাতের বিধান হচ্ছে, কোনো কুমারী নারীর জোরপূর্বক সতীত্ব হরণ করা হলে, অপরাধী ঐ নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য থাকবে এবং কখনোই ঐ নারীকে তালাক দিতে পারবে না। এর পাশাপাশি নারীর পিতাকে ৫০ শেকল রৌপ্য[৭] ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে (Deuteronomy 22 : 28-30)। কুমারী কন্যাকে ধর্ষণের করে অপবিত্র করার কারণে নির্যাতিতার পিতার সম্মানহানি হয় বলে এ ধর্মে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং এ সম্মানহানির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে জরিমানার অর্থ তিনিই লাভ করবেন। কুমারীর পিতা অপরাধীর সঙ্গে কন্যাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করলেও জরিমানা আদায় করা হবে। বর্ণিত হয়েছে,

> যদি কোনো লোক, যার বাগ্‌দান হয়নি এমন এক কুমারীর সতীত্ব হরণ করে ও তার সঙ্গে শোয়, তবে সে অবশ্যই কন্যা-পণ দেবে এবং সেই কুমারী তার স্ত্রী হয়ে যাবে। সেই কুমারীর বাবা যদি তাকে তার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে তা হলেও, তাকে কুমারীদের জন্য ধার্য কন্যা-পণ দিতেই হবে (Exodus, 22 : 16-17)।

ভুক্তভোগী নারী বিবাহিতা হলে শুধু ধর্ষক পুরুষটিই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। নারীটিকে কোনো শাস্তি প্রদান করা হবে না, কারণ সে শাস্তি পাওয়ার মতো কোনো অপরাধে লিপ্ত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। বর্ণিত হয়েছে,

> কিন্তু কোনো লোক যদি বাগ্‌দত্তা স্ত্রী লোককে ক্ষেতের মধ্যে পেয়ে জোরপূর্বক তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত অর্থাৎ ধর্ষণ করে, তবে কেবল লোকটিকেই মরতে হবে। তোমরা অবশ্যই মেয়েটির প্রতি কিছু করবে না। সে মৃত্যুর যোগ্য এমন কোনো অপরাধ করেনি। এটি একজন তার প্রতিবেশীকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবার মতোই। কারণ লোকটি মাঠে মেয়েটিকে পেয়েছিল, আর বিয়ের কথা দেওয়া মেয়েটি যদিও চিৎকার করেছিল, তবু তাকে রক্ষা করার মতো কেউই সেখানে ছিল না। সুতরাং তাকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয় (Deuteronomy, 22 : 25-27)।

ইহুদী জাতি মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বেই ধর্ষণ-ব্যভিচারের অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাওরাতের আইন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকহারে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব শুরু হলে সম্ভ্রান্তদের রক্ষার্থেই তাওরাতের আইন থেকে সরে এসেছেন বলে তারা জবাব দিয়েছিলেন।[৮] বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী

৭. প্রায় ৫৭৫ গ্রাম

৮. Ibn Mājah, 2014. 184

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي

রাষ্ট্র ইসরাঈল। এদেশে বর্তমান ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে ১৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় (De, 14 October, 2020.1)।

ইহুদী ধর্মে ধর্ষণ একটি মারাত্মক অপরাধ, অপরাধীকে পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও শাস্তি পেতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধর্মে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর বৈবাহিক অবস্থা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। ভুক্তভোগী অবিবাহিত হলে ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিবাহকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর্থিক ও শারীরিক উভয় ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে এ ধর্মে।

৯. খ্রিস্ট ধর্ম

বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী সর্বাধিক। ঈসা আ.-এর মাধ্যমে এ ধর্ম প্রচারিত হয়। ম্যাকডোনালের মতে, খ্রিস্টধর্ম হচ্ছে ইহুদী ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে ঈসা আ. কর্তৃক প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মে ঈসা আ.-কে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ বলে মনে করা হয় (Khalil, 2019. 185-86)। এটি একটি মোক্ষবাদী, অমরত্ববাদী, প্রেমময় ঈশ্বরবাদী, স্বর্গীয় দূতে বিশ্বাসী, শেষ বিচারে বিশ্বাসী, শয়তান বা অশুভ শক্তিতে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের পিতৃত্বে পূর্ণবিশ্বাসী, যীশুখ্রিস্টের ত্রাণতত্ত্বে বিশ্বাসী, কৃচ্ছ্রতাবাদী, ত্রিত্ববাদী ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম।

ক. ধর্ষণ-ব্যভিচারের নিন্দা

ঈসা আ. অত্যন্ত পূতপবিত্র জীবনযাপন করতেন। তিনি তার অনুসারীদের কালিমামুক্ত জীবনযাপনে উৎসাহ দিতেন। তার জন্ম হয়েছিল এমন এক অন্ধকার সময়ে, যখন ওই কলুষিত সমাজে ধর্ষণ-ব্যভিচারকে এক প্রকার বৈধতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যদিও তারা তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করত না। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এ অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি ধর্মগুরু-যাজকেরাও এ অপরাধ থেকে পিছিয়ে ছিল না (John 8 : 1-11)।

ধর্ষণ-ব্যভিচার মানুষকে অপবিত্র করে

ব্যাপকভাবে ধর্ষণ-ব্যভিচারে অভ্যস্ত ঘুণে ধরা সমাজকে এ অপরাধ থেকে ফিরিয়ে আনা ঈসা আ.-এর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিলো। ঈসা আ.-এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলের (Bible New Testament) বিভিন্ন শ্লোকে ব্যভিচার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এর নানা ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাইবেলে ধর্ষণ-ব্যভিচারকে গুরুতর অপবিত্রতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রত্যাশা সকল পুরুষ এ অপবিত্রতা থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলবে। তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপন করবে (1 Thessalonians 4 : 3-5)।

أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

ধর্ষকের মৃত্যু পরবর্তী শাস্তি

খ্রিস্টধর্ম পরকালীন জীবন এবং শেষ বিচারে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। পার্থিব জীবনের কর্মফল মৃত্যুপরবর্তী জীবনে প্রদান করা হবে। অবিশ্বাসী ঘৃণিত লোক, নরঘাতক, ছলনাবাজ, মিথ্যাবাদী, লোভী, মাতাল, প্রতিমাপূজারী পরনিন্দাকারী, প্রতারক এরা সকলেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে (Revelation 21 : 8)। যৌন পাপে পাপিষ্ঠ ব্যভিচারী, অনৈতিক যৌনাচারী, সমকামীরাও স্বর্গে অবস্থানের সুযোগ পাবে না বরং ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে (1 Corinthians, 6 : 9-10)।

খ. ধর্ষণের শাস্তি বিধান

মহান আল্লাহ মানবমুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবীর মৌলিক দায়িত্ব ছিলো মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁর বিধিবিধান মানুষকে শিক্ষা দেওয়া ও তা পালনে উৎসাহ দেওয়া। সকল নবী-রাসূলের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ববর্তী নবী এবং তার শরীয়াতের সত্যায়ন করা। নবী-রাসূলদের নিকট অনেক সময় নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হত। আবার অনেক নবীর উপর নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হত না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান ছিলো পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াত অনুসরণ। যাদের উপর নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হত না তারা তাদের উম্মতদেরকে পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিতেন। কোনো কোনো নবীর উপর অপূর্ণাঙ্গ শরীয়াত অবতীর্ণ হত। এক্ষেত্রেও যেসব বিষয় নতুন শরীয়াতে বর্ণিত হয়নি সেসব বিষয় পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াতই অনুসরণীয় ছিলো।

ঈসা আ.-এর জন্ম হয়েছিলো ইহুদী অধ্যুষিত সমাজে ইসরাঈলের জুদিয়া (Judoea) রাজ্যের বেথেলহামে। তাঁর দীনের দাওয়াত প্রদানের প্রধান ক্ষেত্রও ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়। যে-কারণে তাওরাতের যেসকল বিধান রহিত হয়নি সেগুলোকে ইঞ্জিলের বিধান হিসেবেও গণ্য করা হয় (Ali 2009, 120)। বাইবেলে এর স্বীকৃতিও রয়েছে। বাইবেলে ঈসা আ.-এর আগমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে মূসা আ.-এর বিধি-ব্যবস্থাকে পূর্ণতা প্রদান করা, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার করা, এসবের বিনাশ সাধন করা নয় (Matthew 5 : 17-20)।

পবিত্র কুরআন কারীমে ঈসা আ. কর্তৃক মূসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত সত্যায়ন করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতের বিধিবিধান সমর্থন করার কথাও কুরআন কারীমে আলোচিত হয়েছে। তবে ঈসা আ.-এর শরীয়াতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আ.-এর শরীয়াতের বাইরে নতুন কিছু বিধান আরোপ করা হয়েছিল বলেও বর্ণিত হয়েছে। ঈসা আ.-এর উম্মতের উপর নির্দেশনা এরূপ ছিল যে, তারা নতুন শরীয়াতের অনুসরণ করবে। পাশাপাশি মূসা আ.-এর শরীয়াতের যেসব বিধান রহিত করা হয়নি তা ও অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

(ঈসা বলল,) আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকস্বরূপ ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো তার কতকগুলোকে হালাল করতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর (Al-Qurān, 3 : 50)।

খ্রিস্টধর্মের স্বল্প সংখ্যক অনুসারীদের মতে ইঞ্জিলে ধর্ষণ-ব্যভিচারের শাস্তি বিধান বর্ণিত না হওয়ায় এ অপরাধের দরুন কারো প্রতি কোনোরূপ শাস্তি প্রয়োগ বৈধ হবে না। তবে সিংহভাগ পণ্ডিতদের মতে ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাওরাতের শাস্তি বিধান কার্যকর করতে হবে। দ্বিতীয় মতটি কুরআন এবং বাইবেলের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং যৌক্তিক। সারকথা হচ্ছে ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাওরাতের শাস্তি বিধানই খ্রিস্ট ধর্মের শাস্তি বিধান।

ঈসা আ. কর্তৃক এক ব্যভিচারী নারীকে শাস্তি প্রদান না করে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘটনা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমা করার পূর্বে ঐ নারীকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে, ভবিষ্যতে সে আর কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। মূলত ইহুদীদের একটি দল এ নারীর বিচারের জন্য ঈসা আ.-এর নিকট নিয়ে এসেছিলো। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ঈসা আ.-কে পরীক্ষা করা, নারীর বিচার নয়। ঈসা আ., মূসা আ.-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন নাকি না করেন তা যাচাই করা (John, 8 : 1-11)।

বর্তমানে খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়ায় অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় তিন থেকে বিশ বছরের কারাদণ্ড, নরওয়ে-ফ্রান্সে ১৫ বছরের কারাদণ্ড (De, 14 October, 2020. 1), যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আমৃত্যু কারাদণ্ড; গ্রিস, উত্তর কোরিয়ায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় (Nain & Munna, 2020.1)।

খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ইঞ্জিলে (Bible, New Testament) ধর্ষণ-ব্যভিচারসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা বর্ণিত না হলেও এ অপরাধকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, পরকালীন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের একাধিক স্থানে ইঞ্জিলের পাশাপাশি তাওরাত (Bible, Old Testament) অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে-কারণে এ ব্যাপারে তাওরাতে বর্ণিত শাস্তির বিধানই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১০. ইসলাম

মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলাম। ইসলাম ধর্মে মানবমর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, সাক্ষর-নিরক্ষর, জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা ভোগ করবে। মানুষসহ সকল সৃষ্টির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ ধর্ম বদ্ধপরিকর। সকল অসঙ্গতি দূর করে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পৃথিবী বিনির্মাণ এ ধর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

ক. ধর্ষণ ও ব্যভিচারের নিন্দা

ইসলাম ধর্মে মানুষের চারিত্রিক পবিত্রতা ও নৈতিক উৎকর্ষ অবলম্বনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উন্নত চরিত্র মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারা মানুষ

সত্যিকারে মানুষ পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। উত্তম চরিত্রই মানুষকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি উত্তম চরিত্র দ্বারাই অর্জিত হয়। অসৎ চরিত্র মানুষকে পুণ্যকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষের ব্যক্তি জীবনে যেমনিভাবে চরম অশান্তি নেমে আসে, অনুরূপ সমাজজীবনেও মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

মানুষের মন্দ স্বভাবের মধ্যে অবৈধ যৌনাচার অন্যতম। এ অপকর্মটি মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরেই অনৈতিকতার কালো ছায়া বিস্তার করে। এর ফলে ব্যক্তিজীবনে মানুষ নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে, মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা জন্ম নেয়। পৃথিবীর আদি প্রতিষ্ঠান পরিবার ও পারিবারিক জীবনব্যবস্থাই হুমকির সম্মুখীন এ অবাধ যৌনাচারের কারণে। পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কুফল আজ দৃশ্যমান। যার প্রত্যক্ষ কুফল সমাজকেও পোহাতে হচ্ছে। এ কারণে ইসলাম এ পাপাচার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি যেসব উপকরণ ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে তা থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (Al-Qurān, 17 : 32)

ব্যভিচারীকে পরকালে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। পবিত্র কুরআন কারীমে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। অন্যান্য পাপের তুলনায় মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী, প্রাণহত্যাকারী এবং ব্যভিচারী দ্বিগুণ সাজা ভোগ করবে বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا﴾

তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ ডাকে না। তারা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোনো প্রাণ হত্যা করে না যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর তারা ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে সে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে। আর সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (Al-Qurān, 25 : 68-70)

মহানবী ﷺ-এর পবিত্র হাদীসেও ব্যভিচারের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বড় পাপাচার হিসেবে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, নিজ সন্তানকে হত্যা করার পরই হাদীসে ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন,

أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন) আমি বললাম, এ তো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম তারপর কোন গুনাহ? তিনি বললেন তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি বললাম এরপর কোনটি? তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা (Al-Bukhārī 2002, 4477)।

অবৈধ যৌনাচার থেকে আত্মরক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

ইসলামী আইনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কেউ কোনো অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলে ঐ ব্যক্তির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। যেমন- মিথ্যার বিপরীতে সত্য কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করে সত্য বললে তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কেউ যদি ধর্ষণ-ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে তবে তাকেও মহাপুরস্কার প্রদানের আশ্বাস কুরআন কারীমে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾

মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ রোযাপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ সুরক্ষাকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী- আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (Al-Qurān, 33 : 35)

ধর্ষণের বিধান

ইসলামী আইনে ধর্ষণকে ব্যভিচারের একটি প্রকার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, যদিওবা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে উভয়ই শাস্তি প্রাপ্ত হবে, ধর্ষণের ক্ষেত্রে শুধু ধর্ষক। ব্যভিচার ইসলামী আইনে অবৈধ ঘোষতি বিষয়গুলোর একটি। ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ঈমানদার নয় বলে হাদীস শরীফে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ

যিনাকার যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না। কেউ যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। যে চুরি করে চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোনো ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তার দিকে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না (Al-Bukhārī 2002, 6772)।

ধর্ষণ সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি

বিশিষ্ট ফকীহগণ ধর্ষণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন

১. সঙ্গম মানুষের সঙ্গে হতে হবে। যদি পশুর সঙ্গে সঙ্গম করে তবে সেটা ধর্ষণ হবে না। এক্ষেত্রে ধর্ষণকারীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি হবে না। তবে এটি একটি জঘন্য কবিরা গুনাহ এবং কঠিন তাযীরী শাস্তি হবে। মহানবী বলেন- من أتى بهيمة فلا حد عليه -''যে কেউ কোন জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গম করবে তার ওপর কোন হদ্দ নাই।" (Abū Dāwūd 2010, 4465)

২. নারী হওয়া। যদি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম হয় তবে সেটা যিনা বা ধর্ষণ হবে না বরং সেটা লাওয়াতাত বা সমকামিতা বলা হয়। এর জন্য আলাদা শাস্তির বিধান আছে (Abū Dāwūd 2010, 4465)।

৩. ধর্ষিতা নারী জীবিত হতে হবে। মৃত নারীর সঙ্গে সঙ্গম করলে সেটা ধর্ষণ বা ব্যভিচার হবে না। সকল ইমামের মতে তার উপর যিনা ব ধর্ষণের হদ্দ কায়েম হবেনা।

৪. كونها مشتهاة طبعا অর্থাৎ ধর্ষিতাকে অবশ্যই যৌন আবেদনময়ী হতে হবে। কোন নাবালেগ শিশুর সঙ্গে সঙ্গম করলে সেটা ব্যভিচার বা ধর্ষণ সাব্যস্ত হয় না। (Ali 2009, 132) এ অবস্থায় ধর্ষকের উপর হদ্দ কায়েম হবে না বটে তবে কঠোর তাযীর[৯] কায়েম হবে।

৫. ধর্ষিতাকে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তি করে জোরপূর্বক ধর্ষণে বাধ্য করা। অর্থাৎ ধর্ষিতার যৌন মিলনে সম্মতি না থাকা। যদি উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে তবে সেটা ব্যভিচার। আর যদি এক জনের সম্মতি আর অন্য জনের অসম্মতি থাকে তবে সেট ধর্ষণ। ধর্ষিতার সম্মতি নাই এবং তাকে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তি করা হয়েছে তা বোঝার আলামত সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, যৌন মিলনের অসম্মতির লক্ষণ হলো পাগল হওয়া, ঘুমন্ত থাকা অথবা অজ্ঞান থাকা, মাদকাসক্ত থাকা। ধর্ষিতা নারীর জন্য অবশ্যকরণীয় হলো- তার ইজ্জত রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য যদি ধর্ষণে উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যাও করে ফেলে তাহলে নারীর উপর কোন শাস্তি বর্তাবে না। এ প্রতিরোধ নিজে নিক বা অন্যের সাহায্যে নিক তাতে কোন পার্থক্য নেই। ধর্ষিতার অসম্মতি ও প্রতিরোধ পুরো ধর্ষণকাজ চলাকালীন থাকা শর্ত নয় বরং শুরুতে অসম্মতি থাকাই যথেষ্ট।

খ. ধর্ষণের শাস্তি বিধান

ইসলামী আইনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অক্ষম ব্যক্তির উপর দায় চাপিয়ে না দেওয়া। অর্থৎ কেউ যদি শরীয়াতের কোনো বিধান পালনে অসমর্থ হয়, অথবা যথাযথভাবে পালনে অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে সেই অপারগতা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত

৯. ইসলামী আইন অনুসারে তাযীর (تعزير) বলতে বিচারক (কাজী) বা রাষ্ট্রের শাসকের বিবেচনার ভিত্তিতে অপরাধের জন্য শাস্তিকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়া আইনের অধীনে তিনটি প্রধান ধরনের শাস্তি হলো: হুদুদ, কিসাস ও তাযীর।

তাকে সেই বিধান থেকে রেহাই দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ রোযার কথা বলা যায়। কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফর অবস্থায় থাকে তবে তাকে পরবর্তী সময়ে কাযা রোযা আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।[১০] পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১১] ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে ভিন্নভাবে বিধান পালনের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইসলামী শরীয়াতে রয়েছে।

এমনকি কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে এমন কাজও করে, যা ইসলাম সমর্থন করে না, এক্ষেত্রেও ইসলামী আইনে তার জন্য কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। যেমন- চৌর্যবৃত্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনে চোরের শাস্তি হাত কাটা।[১২] কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় জীবন বাঁচাতে চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে না। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বাধ্য হয়ে অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তির ক্ষমা করার ঘোষণা কুরআন কারীমে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালংঘনকারী নয়, তার উপর কোনো গুনাহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (Al-Qurān, 2 : 173)

শরীয়াতের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনে শুধুমাত্র ধর্ষকের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কারণ ধর্ষণ সংঘটিত হয়ে থাকে নির্যাতিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমাদের সমাজে নির্যাতিতাকে খাটো করে দেখা হয়, অশুচি মনে করা হয়। ধর্ষণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকেই দায়ী করা হয়। সামাজিকভাবে নির্যাতিতাকে অনেক সময় বয়কট পর্যন্ত করা হয়। এমনকি ভুক্তভোগীকে অনেক সময় আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। ইসলাম এ ধরনের অপপ্রচলন সমর্থন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো- ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যত দ্রুত সম্ভব অপরাধীর বিচার সম্পন্ন করা। মহানবী ﷺ-এর সময় একটা ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়। মহানবী ﷺ ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অপরাধীর বিচার সম্পন্ন করেন এবং শাস্তি কার্যকর করেন। ভুক্তভোগী নারীকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

১০. Al-Qurān, ২ : ১৮৩-১৮৪

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

১১. Al-Qurān, 8 : ৪৩

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

১২. Al- Qurān, ৫ : ৩৮

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

আলকামা ইবনে ওয়ায়িল কিন্দী তার পিতা ওয়ায়িল কিন্দী রা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় জনৈক মহিলা সালাতের উদ্দেশ্য ঘর থেকে বের হয়েছিল। পথে তাকে এক ব্যক্তি স্বীয় কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে। মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি চলে যায়। এই সময় মহিলাটির পাশ দিয়ে আরেক ব্যক্তি যাচ্ছিল। মহিলাটি বলতে লাগল এই লোকটিই আমার সঙ্গে এমন এমন করেছে। তখন একদল মুহাজির সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি বলল, এই লোকটি আমার সঙ্গে এমন এমন করেছে। তখন তারা এই লোকটিকে ধরে নিয়ে এলে, মহিলাটি বলল, এ-ই সেই লোক। তখন তারা লোকটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি তাকে রজম এর নির্দেশ দিলেন। এই সময় যে লোকটি প্রকৃত পক্ষে উপগত হয়েছিল। সেই লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই প্রকৃত অপরাধী। রাসূলাল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে বললেন, যাও, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ধৃত পুরুষটি সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করলেন। আর প্রকৃত পক্ষে যে লোকটি উপগত হয়েছিল তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যে, সমগ্র মদীনাবাসী যদি তা করে তবে তাদের তাওবা কবুল হয়ে যাবে (Tirmidī 2008, 1454)।

ইমামগণ ধর্ষণের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মোটামুটি চার ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ব্যভিচারের শাস্তি, দ্বিতীয়ত সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও ত্রাস সৃষ্টির শাস্তি, তৃতীয়ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ, চতুর্থত ভুক্তভোগী শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিসাসের হুকমও আরোপিত হবে।

প্রথমত: ব্যভিচারের শাস্তি

ধর্ষককে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা হবে– এ ব্যাপারে চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমামই একমত পোষণ করেছেন। এ মতের পক্ষে দলীল হিসেবে ইমামগণ উপর্যুক্ত আলকামা ইবনে ওয়ায়িল কিন্দী রহ. কর্তৃক তার পিতা ওয়ায়িল কিন্দী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস উপস্থাপন করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত অপরাধী ব্যক্তিটি বিবাহিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ব্যভিচারের অনুরূপ রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাইয়িদুনা উমর রা.-এর শাসনামলে সংঘটিত কিছু ধর্ষণের শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তির আলোকেই প্রদান করা হয়েছিল। ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা হয় অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থার আলোকে।

অবিবাহিত

ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অপরাধী অবিবাহিত হলে ইসলামী শরীয়াতে তাকে তুলনামূলক সহজ শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তির শাস্তির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র দীনের (আদেশ কার্যকর করার) ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের

পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মুশরিক নারী ব্যতীত অন্য কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করবে না, (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী মহিলাকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কোনো সৎ লোক বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (Al-Qurān, 24 : 2-3)।

হাদীসে অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি হিসেবে একশ বেত্রাঘাতের পাশাপাশি অপরাধীকে এক বছরের নির্বাসনে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে। ইমামদের একাংশের মতে এক বছরের জন্য দেশান্তর দেওয়া আবশ্যক। এ মতের পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয় উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীস। উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

তোমরা আমার কাছ থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ কর! তোমরা আমার কাছ থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ কর!! আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে (ব্যভিচার করলে তার শাস্তি) একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। পক্ষান্তরে বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলার সঙ্গে (ব্যভিচার করলে তার শাস্তি) একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড (Ibn Mājah 1998, 2550)।

উবাই ইবনু কা'ব, ইবনু মাসঊদ ও আব্দুলাহ ইবনু উমার রা.-সহ আতা ইবনু আবী-রাবাহ, তাউস ইবনু কাইসান, সুফ্ইয়ান আস-সাওরী, ইবনু আবী-লায়লাহ, ইমাম শাফিয়ী, ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম মালিক এবং আওযা'য়ী রহ. প্রমুখ উপর্যুক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। (Sa'i, 2008. 2/856)

তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তাঁর মাযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে, অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী উভয়ের জন্য দেশান্তর করা হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম জাস্সাস রহ. তার 'আহকামুল কুরআন'-এ ইমাম আবু হানিফা ও হানাফী মাযহাবের ইমামগণের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

আলিমগণ বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর হদ্দের বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার রহ. প্রমুখ বলেন, বিবাহিতকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, তবে বেত্রাঘাত করা হবে না। পক্ষান্তরে অবিবাহিতকে বেত্রাঘাত করা হবে। তবে তাকে দেশান্তর করা হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সেটা ইমামের (বিচারকের) মতের উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি তাকে দেশান্তর করার মাঝে কল্যাণ মনে করেন, তবে তাই করবেন (Al-Jassās, 1996, 5/95)।

এ মতের অনুসারী ইমামগণ তাদের মতের সপক্ষে আলী রা. ও উমর রা.-এর উক্তি উল্লেখ করে থাকেন। সাইয়িদুনা আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি অবিবাহিত ব্যভিচারীদের বিষয়ে বলেন,

যদি তারা দুজন ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে, কিন্তু দেশান্তর করা হবে না। কেননা, তাদেরকে দেশান্তর করা ফিতনার নামান্তর (Al-Jassās 1996, 5/95)।

অপর একটি বর্ণনা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রহ. রবীআহ ইবনে উমাইয়াকে মদ পানের দায়ে খায়বারে নির্বাসনে পাঠান। অতঃপর সে হিরাক্লিয়াসের দলে যোগ দেয় এবং খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তখন উমর রা. বলেন, এরপর থেকে আমি কোনো মুসলমানকে নির্বাসনে পাঠাবো না ('Abd Al-Razzāq 2000, 13391)।

বিবাহিত

জৈবিক চাহিদা মানুষের একটি প্রাকৃতিক বিষয়। শুধু মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণিকুলের মাঝেও এ বিষয়টি রয়েছে। অন্যান্য সৃষ্টির জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বিধিনিষেধ নাই। তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে অন্য প্রাণিদের ন্যায় অবাধ যৌনাচারের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বরং শরীয়াতপ্রণীত বিধান অনুসরণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এ চাহিদা পূরণের অনুমতি পেয়ে থাকে। বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য অবিবাহিত ব্যভিচারীর তুলনায় কঠোর শাস্তি ইসলামী আইনে আরোপ করা হয়েছে। এর কারণ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির বৈধ উপায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ রয়েছে, যে সুযোগ অবিবাহিত ব্যক্তির নেই। বৈধ পন্থা বাদ দিয়ে অবৈধ পন্থায় কাম চরিতার্থ করার জন্যই বিবাহিত ব্যক্তিকে অধিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের জন্য শাস্তি হচ্ছে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) (Al-Sābūnī, 2007. 2/16-17)। মহানবী ﷺ, পরবর্তী খলীফাগণ বিবাহিত ব্যভিচারীর বেলায় এ শাস্তিই প্রয়োগ করতেন। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে কথাটি চারবার বলল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামির দোষ আছে? সে বলল না। তিনি বললেন, তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর (Al-Bukhārī 2002, 6815)।[১৩]

১৩. عن أبي هريرة -ﷺ- قال: «أَتَى رجل مِنَ المسلمين رسولَ -ﷺ- وهو في المسجد فَنَادَاهُ: يا رسول الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عنه، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يا رسول الله، إِنِّي زَنَيْت، فأعرض عنه، حَتَّى ثَنَّى ذلك عليه أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبع شهادات: دَعَاهُ رَسُولُ الله -ﷺ-، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ أُحْصِنْت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ».

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি (মুহারবাহ)

ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে কেউ কেউ মুহারবাহ[১৪]-এর শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইসলামী আইনবিদগণ মুহারবাহ এর সংজ্ঞায় ধর্ষণকেও উল্লেখ করেছেন।[১৫] মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এবং আধুনিক ইসলামী আইনবিদের একাংশ এ মতের পক্ষে জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। ধর্ষণ যে জোরপূর্বক করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা হয়–এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণেই ধর্ষকের উপর মুহারবাহ-এর শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ধর্ষণের কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়, সমাজ নারীদের জন্য অনিরাপদ হয়ে ওঠে। এ কারণেও মুহারবাহ এর শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মুহারাবার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি (Al-Qurān, 5 : 33)।

তৃতীয়তঃ আর্থিক ক্ষতিপূরণ (মহর, অঙ্গহানি)

ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, ভুক্তভোগী নারী ধর্ষকের পক্ষ থেকে মহর লাভ করবে। এ মতের পক্ষে ইমাম মালিক রহ. তার মুয়াত্তা গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মহর প্রদানের পক্ষে তাঁর মত এবং এর পক্ষে তাঁর যুক্তিও তুলে ধরেছেন। হাদীসটি হচ্ছে, ইবনে শিহাব যুহরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْت مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إنَّهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ.

১৪. মুহারাবাহ এর সংজ্ঞায় সাইয়্যেদ সাবিক (রহ.) বলেন, 'বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, ডাকাতি ও রাহাজানি দ্বারা এমন একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতাকে বোঝায়, যারা সমাজে অরাজকতা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, ছিনতাই, সম্ভ্রমহানি, ফসল ও গবাদি পশু বিনাশ প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করে।' (Sabeque 2015, 2/370)

১৫. আল্লামা ইয়্যুদ্দীন বালীক (রহ.) মুহারবাহ-এর সংজ্ঞায় বলেন, 'ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো সশস্ত্র সংঘবদ্ধ দলের অরাজকতা সৃষ্টি, আইন-শৃংখলা পদদলিত করা, খুন-খারাবি, ছিনতাই, ইজ্জত-আব্রু হরণ (অপহরণ, ধর্ষণ), জনসম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে শরীয়াতের প্রতি আনুগত্যকে, আইনি-কানুন এবং নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা।' (Balik 2015, 2/149

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করানো হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন : যিনা করতে যে বাধ্য করেছে সে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মহর দান করবে। মালিক রহ. বলেন, আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেউ কোনো স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যদি স্বাধীন হয় তাহলে মহরে মিসাল দেওয়া আবশ্যক। আর যদি দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচারের শাস্তিও হবে। ওই স্ত্রীলোকের কোনো শাস্তি হবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবকে জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে দেয় তবে ভিন্ন কথা (Ibn Anas 2001, 1435)।

চতুর্থত: কিসাস

কাউকে আঘাত করার ফলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারাত্মক জখম হলে, অঙ্গহানি ঘটলে কিংবা নিহত হলে আঘাতকারীর উপর কিসাসের শাস্তি আরোপ করা হয়। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানি কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তিস্বরূপ অনুরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা। অথবা, অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রূপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস (Awdah 1419H, 1/663)। ধর্ষণের সময় ভুক্তভোগীকে যদি আঘাত করা হয় এবং এতে ভুক্তভোগী মারাত্মক জখম হলে, অঙ্গহানি ঘটলে কিংবা নিহত হলে অপরাধীর উপর কিসাসের শাস্তিও আরোপ করা হবে। অথবা অপরাধীকে রক্তপণ আদায় করতে হবে। নিহতের কিসাস প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক, অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু অংশ মাফ করে দেওয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ কর ও সততার সঙ্গে তার দায় আদায় করা বিধেয়, এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ, এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করেবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (Al-Qurān, 2 : 178)।

উভয় পক্ষ সম্মত হলে কিসাসের পরিবর্তে অপরাধী দিয়াত[১৬] আদায় করার মাধ্যমে কিসাস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। ভুক্তভোগী নিহত না হয়ে তার অঙ্গহানি ঘটলে এক্ষেত্রেও কিসাসের বিধান আরোপিত হবে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

১৬. ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় দিয়াত হচ্ছে, মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে শরীয়াত মোতাবেক পক্ষবৃন্দের আপস-রফার ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করা হয়' (Musa & Haque 2018, 265)

নযরের কন্যা একটি বালিকাকে চড় দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলে তিনি কিসাসের হুকম দেন (Al-Bukhārī 2002, 6894)।

জোরপূর্বক সমকামিতার শাস্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতাও ধর্ষণ-ব্যভিচারের ন্যায় একটি জঘন্য অপরাধ। ইসলামী আইনে সমকামিতাকে অবৈধ ঘোষণা করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উভয়ের সম্মতিতে এ অপরাধ সংঘটিত হলে উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর কাউকে বাধ্য করা হলে যে বাধ্য করবে শুধু সে-ই শাস্তি ভোগ করবে। সমকামিতার শাস্তি কী হবে– এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এ ক্ষেত্রেও অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থার আলোকে শাস্তি প্রদানের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিবাহিত হলে রজম করা হবে, অবিবাহিতকে একশ বেত্রাঘাত করে দেশান্তর করা হবে। কারো মতে, তাকে বন্দি করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে তাওবা করে, এ পাপ থেকে ফিরে আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে অথবা মারা যায়। অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত (Al-Sarakhsī 2000, 9/77)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই ঘোষণা করেছেন।[১৭]

দণ্ডিতের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা

ইসলামী শরীয়াত দণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে মানবিক আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তাকে যত কম কষ্ট দিয়ে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে সুস্থতা অর্জন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া হবে। প্রচণ্ড শীত কিংবা প্রচণ্ড গরমে দণ্ড কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার পক্ষে ইমামগণের জোরালো মত রয়েছে। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর বেলায় অবকাশ প্রদানের সুযোগ নেই। বেত্রাঘাত করার সময় মাথা, মুখমণ্ডল ও লজ্জাস্থানে আঘাত করা যাবে না। বেত্রাঘাত করার ছড়ি বা লাঠি মধ্যম আকারের হবে। আর প্রহারের ধরনও হবে মধ্যবর্তী অতি জোরদারও নয়, অতি হালকাও নয়। দণ্ডপ্রাপ্তকে অভিশাপ দেওয়া যাবে না, তাকে নিয়ে কটু কথা বলা যাবে না। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ.

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি নেশাগ্রস্ত লোককে আনা হলো। তিনি তাকে মারার জন্য দাঁড়ালেন। তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা

১৭. Ibn Mājah, 2014. 184

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে মারল। লোকটি চলে গেলে এক লোক বলল, এর কী হলো, আল্লাহ তাকে অপমানিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না (Al-Bukhārī 2002, 6781)।

অপ্রাপ্তবয়স্ক, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপর দণ্ড কার্যকর হবে না

ধর্ষণ-ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু শর্ত ইসলামী শরীয়াতে আরোপ করা হয়েছে। অপরাধীর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া অন্যতম শর্ত। অর্থাৎ কেউ যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ধর্ষণ-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। এর সমর্থনে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আলী রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

তিন ব্যক্তির উপর থেকে দণ্ডবিধি রহিত করে দেওয়া হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, শিশু যতক্ষণ না সে সাবালক হয়, মানসিক ভারসাম্যহীন যতক্ষণ না সে সুস্থমস্তিষ্ক হয় (Tirmidī 2008, 1423)।

মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই ইসলামী আইনের আলোকে ধর্ষণের বিচার কার্য পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে সৌদি আরব, পাকিস্তান, আরব আমিরাত, মিশর, ইরান ও আফগানিস্তান অন্যতম (Nain & Munna, 7 October, 2020. 1)।

১১. তুলনামূলক আলোচনা

প্রতিটি ধর্মের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা। ধর্মগুলোর ধর্মীয় গ্রন্থ ভিন্ন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন। তবে নীতি-নৈতিকতা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সব ধর্মেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন, মিথ্যা সব ধর্মেই নিন্দনীয়, জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা সব ধর্মেই স্বীকৃত, যদিওবা বিধান আরোপের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও ভিন্নতা বিদ্যমান। এর ধারাবাহিকতা ধর্ষণের শাস্তি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্ষণ-ব্যভিচার সব ধর্মে নিষিদ্ধ হলেও অপরাধীর শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে।

ক. বিভিন্ন ধর্মে ধর্ষণের নিন্দনীয় অবস্থান

আমাদের এ প্রবন্ধে পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ধর্মের ধর্ষণসংক্রান্ত শুধু শাস্তিবিধানেরই আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য প্রতিটি ধর্মেই ধর্ষণ-ব্যভিচারকে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় সব ধর্মেই ধর্ষণকে বড় অপরাধ বা বড় পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খ. ধর্ষণ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য চার ধর্মেই এ অপকর্মকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর বৈবাহিক অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির কথা বলা হলেও সব ধর্মেই সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করে অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারেও ধর্মসমূহে

গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অপরাধীকে পার্থিব জীবনে শাস্তি ভোগের পাশাপাশি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

গ. ধর্মভেদে ধর্ষণের শাস্তি

ভুক্তভোগী ও অপরাধীর সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শাস্তির কথা বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ অপরাধের শারীরিক শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ আর্থিক দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদে লিঙ্গচ্ছেদ, কান কেটে দেওয়া, চুল কামিয়ে মাথায় মলমূত্র ঢেলে অপমান-অপদস্থ করা ইত্যাদি শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে, যা ইসলাম বা ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মের বিধান থেকে ব্যতিক্রম।

ঘ. ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষকই দায়ী ও শাস্তিযোগ্য

আমাদের সমাজে ধর্ষণের ক্ষেত্রে কেউ কউে ভুক্তভোগীকেই দায়ী করে থাকেন। তবে আমাদের আলোচিত ধর্মের কোনোটিতে ধর্ষণের দায় ভুক্তভোগীকে দেওয়া হয়নি। মহানবী ﷺ-এর সময় এক নারী রাতে ঘর থেকে বের হয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ভুক্তভোগী অভিযোগ নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি ধর্ষককে শাস্তি দিয়েছিলেন (Tirmidī 2008, 1454)। একবারও প্রশ্ন করেননি, ভুক্তভোগী কেন রাত বের হলো, তার পোশাক কী ছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য ধর্মেও ভুক্তভোগীকে দায়ী করা হয়েছে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইসলাম, ইহুদী-খ্রিস্ট, হিন্দু ধর্মের আইনে ধর্ষণকে ব্যভিচার সমজাতীয় অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও সব ধর্মেই ধর্ষিতা নারীকে নিরপরাধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী নারী পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে কোনোরূপ সাজা ভোগ করবে না, এ ব্যাপারে সব ধর্মই একমত। ভুক্তভোগী নারীকে হেয় প্রতিপন্ন না করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সমাজে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ও ধর্মসমূহের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে ধর্ষকের জন্য এ হীন কর্মে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে মাত্রাভেদে সব ধর্মেই শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তবে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে ব্যভিচার বা ধর্ষণের শাস্তি প্রসঙ্গে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ঙ. ধর্ষকের বৈবাহিক অবস্থা: বিচার ও শাস্তি

ইহুদী এবং খ্রিস্টধর্মের আইনে ভুক্তভোগীর বৈবাহিক অবস্থার আলোকে শাস্তি প্রদান করা হয়। নির্যাতিতা বাগ্‌দত্তা কিংবা বিবাহিত হলে ধর্ষকের জন্য এক ধরনের শাস্তি, অবিবাহিত হলে ধর্ষকের জন্য তুলনামূলক লঘু শাস্তি। নির্যাতিতা বিবাহিত হলে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবিবাহিত হলে জরিমানা আদায় করে নির্যাতিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। হিন্দু ধর্মেও ভুক্তভোগীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে বিচারের ভার অর্পণ করা হয় ভুক্তভোগীর পিতার উপর, চাইলে তিনি আর্থিক দণ্ড দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে ভুক্তভোগী বিবাহিত হলে অপরাধীকে বর্ণ ভেদে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হতে পারে।

ইসলামী আইনে ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় না এনে অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ যিনি জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য না করতে পেরে চুরি করে, আর যিনি পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও চুরি করে, উভয়ের অপরাধ এক নয়। অনুরূপ যার জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধ উপায় আছে, আর যার নেই, তাদের ব্যভিচারের অপরাধের মাত্রা এক হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর স্বামীর সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় আনা, বিচার আবশ্যক না করে পিতার ইচ্ছাধীন করে দেওয়া নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য পুরুষতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ।

চ. ধর্ষকের বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনা

হিন্দু ধর্মে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি এ অপকর্মে লিপ্ত হলে তার জন্য লঘু শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইসলামেও অপ্রাপ্তবয়স্ক বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির জন্য হালকা শাস্তি কিংবা ক্ষমা করে দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামের এ বিধান শুধু ধর্ষণ নয় বরং অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ছ. ধর্ষণের বিচারে সমতা ও বৈষম্য

বর্ণপ্রথা হিন্দু ধর্মের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ধর্মীয় আইন, বিচারব্যবস্থায়ও বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় ধর্ষণ-ব্যভিচারের শাস্তি আইনেও বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের জন্য নামমাত্র শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের জন্য মোটামুটি কাছাকাছি মাত্রার শাস্তি রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মাত্রার শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে নিম্নবর্ণের শূদ্রদের জন্য। ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মে বর্ণবৈষম্য স্বীকৃত না হলেও তাদের বিচারব্যবস্থা বৈষম্যমুক্ত ছিলো না। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান মর্যাদা ভোগ করে। অপরাধী যেই হোক, যত সম্ভ্রান্তই হোক ইসলামী আইনে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি অপরাধ করলে যে শাস্তি ভোগ করবে, রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রের শীর্ষ ধনী, শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা অপরাধ করলেও একই শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সম্ভ্রান্ত চোরের ব্যাপারে সুপারিশের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্য ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তার হাত কেটে দেবে (Al-Bukhārī, 2002. 6788)।'

জ. পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের অপপ্রয়োগ

হিন্দু ধর্মের আইনে পুরুষতন্ত্রের ছায়া পাওয়া যায়। ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে নারী, কিন্ত মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আবার অবিবাহিত নারীর বেলায় জরিমানা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে ভুক্তভোগীর বাবাকে, ভুক্তভোগীকে নয়। সমবর্ণের নারী-পুরুষ সম্মতিতে যৌনাচারে লিপ্ত হলে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া কিংবা নামমাত্র শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মে ধর্ষণের শাস্তি আইনে পুরুষতেন্ত্রর মারাত্মক উপস্থিতি লক্ষণীয়। নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে নারী, অথচ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান নির্যাতিতা নারীর পিতাকে। তাছাড়া ধর্ষককেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে নির্যাতিতা নারীকে বাধ্য করা হয়, যা বিচারের নামে প্রহসন। বিয়ের পরে প্রয়োজনে তালাকের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। ইসলামী আইন পুরুষতান্ত্রিকতামুক্ত। অপরাধীর অপরাধ আইনত প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর স্বামীর সামাজিক অবস্থা কিংবা পিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা একেবারেই ধর্তব্য নয়।

ঝ. ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ

আর্থিক ক্ষতিপূরণ (মহর) বা জরিমানার অর্থ প্রাপ্তির অধিকার ইসলামী আইনে ভুক্তভোগীকে দেওয়া হয়েছে। কারণ ইসলাম ধর্ষণকে নির্যাতন মনে করে। ধর্ষণের কারণে ভুক্তভোগী অশুচি, অপবিত্র হয়ে যাবে, তার বাবার সম্মানহানি ঘটবে এই ধারণা পোষণ করাও তার উপর নতুন করে জুলুম বলে ইসলাম মনে করে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার কারণেই ভুক্তভোগী সভমাজিকভাবে বিফচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই কুসংস্কারের কারণে অনেক নির্যাতিতা নারীর বিয়ে পর্যন্ত হয় না।

হিন্দু ধর্মে জোরপূর্বক সমকামিতা, কোনো নারীকে জোরপূর্বক অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে অশুচি করা ইত্যাদি অপরাধের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছে। ভুক্তভোগী অবিবাহিত হলে ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মে আর্থিক দণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

ঞ. ধর্ষকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক

গ্রাম্য সালিশে অনেক সময় দেখা যায়, ধর্ষককে নির্যাতিতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। অনগ্রসর সমাজে এই প্রচলন ব্যাপক। ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মের আইনে ভুক্তভোগী অবিবাহিত হলে ধর্ষকের সঙ্গে বিয়ে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এটা মূলত বিচারের নামে অবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কারণ এর মাধ্যমে একজন অসচ্চরিত্র লম্পটের সঙ্গে একজন সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করতে হয়। একজন ধর্ষণকামী, ব্যভিচারী, নির্যাতকের সঙ্গে নিরপরাধ নারীর বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ঐ নারীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ইসলামে একজন অপরাধী পাপাচারীর সঙ্গে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণী ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত বিবাহ করবে না। মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (Al-Qurān, 24 : 3)।

ট. একই বিষয় একাধিক ব্যাখ্যা

ইসলামী আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে বিভিন্ন মতপার্থক্য লক্ষণীয়। নানা আইনের ক্ষেত্রেই একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের ঐকমত্য জরুরি। কারণ, ব্যাখ্যার ভিন্নতা গ্রহণ করা

হলে একই অপরাধের কারণে কেউ লঘু শাস্তি পাবে, কেউ গুরু শাস্তি ভোগ করবে। যা ইসলামী আইনের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

১২. উপসংহার

পৃথিবীময় আজ নারী নির্যাতন চলছে। সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান যত সমৃদ্ধ হচ্ছে ধর্ষণের মতো পৈশাচিক অপরাধ যেন একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ষণ বন্ধে আইন হচ্ছে, সভা-সেমিনার হচ্ছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধর্ষণ কমছে না। ধর্ষণের নতুন নতুন ধরন যুক্ত হচ্ছে। এক দশক আগেও গণধর্ষণ শব্দের সঙ্গে আমরা খুব বেশি পরিচিত ছিলাম না, শিশুধর্ষণের হার ছিলো খুবই নগণ্য। এখন গণমাধ্যমগুলোতে প্রতিদিনই গণধর্ষণ, শিশুধর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ সামগ্রিক প্রচেষ্টা না থাকা, নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা না হওয়া। একাবিংশ শতাব্দীতে এসেও কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করা হচ্ছে, কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ প্রতিটি ধর্মেই ধর্ষণ-ব্যভিচারসহ সব রকম নারী নির্যাতনকেই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ক্ষতিকর দিক আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোকে ভয়াবহ পাপ হিসেবে, নরকে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অপরাধ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষার, সমাজকে রক্ষার কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। একজন প্রকৃত ধর্মভীরু মানুষের পক্ষে ধর্মের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে কখনোই এসব অপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের সর্ববিষয়ে ধর্মীয় বিধিবিধান ও অনুশাসন সম্পর্কে জেনে তদনুযায়ী জীবন যাপনে ব্রতী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Ash‘ath al-Azdī al-Sijjistanī. 2010. *Al-Sunan*. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Isma‘il. 2002. *Al-Jami‘ al-Sahīh*. Riyadh: Dār Al-Arkam.

Ali, Dr. Ahmad, 2009. *Islamer Shasti Ain*, Dhaka : Bangladesh Islamic Center.

Al-Jassās, Abū Bakr A‘mad ibn ‘Alī Al-Rāzī.1996. *Ahkām alQur’an*. Annotated by: Muhammad Sādiq Qamhawī. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-‘Arabī & Muassasāt al-Tārikh Al-‘Arabī.

Al-Sābūnī, Muhammad ‘Alī, 2007. *Rawā’i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*. Cairo : Dar al Sabuni.

Al-Sarakhsī, Shams al-Dīn Abū Bakr Muhammad ibn Abī Sahl. 2000. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār Al-Fikr.

Awdah, Abdul Quader, 1419 H. *At-Tashri Al- Zinai*, Beirut: Muassasah al-Ris alah.

Balik, Allama Ijjuddin, 2015. *Minhajus Salehin*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.

Biswas, Shoilando, 1998. *Samsangd Bangla Ovidhan*, Kolkata : Sahityo Samsangd.

Chakma, Shiri Bankim Chandra, 1975. *Triratna Manjuri*, Chittagong. NP.

Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano(Edited). 2002. *World report on violence and health*, Geneva : World Health Organization.

Haque, Dr. Muhammad Enamul & Others (edited), 2005. *Bayaboharik Bangla Ovidhan*. Dhaka : Bangla Academy.

IBn Anas, Abū ʿAbd Allāh Mālik, 2001. *Al-Muwaṭṭaʾ*, Translated by Islamabadi, Muhammad Rezaul Karim, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Rab‘ī AlQazwīnī. 1998. *Al-Sunan*. Annotated by Bassār ‘Awwād Ma‘rūf. Beirut: Dār al-Jail.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Rab‘ī AlQazwīnī. 2014. *Al-Sunan*. Dhaka : Al Maktabatul Islamiah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. N.D. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Khalil, Dr. Md. Ebrahim, 2019. *Bishower Prodhan Prodhan Dhormo*, Dhaka : Merit Fair Prokashon.

Makdur, Dr. Ibrahim, 1972. *Al-Mujam al-Waseet*, Delhi : Hussainiya Kutubkhana.

Manubendu Bandyopadhyay, 1412 Bang Manusanghita, Calcutta, India: Country

Musa, Mawlana Muhammad & Haque, Md. Mojammel, 2018. *Bidhiboddho Islami Ain*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.

Nasrin, Shamima, 2019. *Samajik Jibone Pali Sahitye Bornito Shiler (Bidhi-Bidhan) Prayogik Bisleshon*, Phd Thesis. University of Dhaka

‘Abd Al-Razzāq, Abū Bakr Ibn Hammam Ibn Al-San‘ānī. 2000. *Al Musannaf*. Annotated by Aimān Nasr’ al-Dīn al-Azharī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Patwari, Dr. Momtajuddin & others, 2014. *Bangladesh Studies*, Gazipur : Bangladesh Open University.

Petrak, Jenny, Barbara (Editors) 2003. *The Trauma of Sexual Assault Treatment, prevention and practice.* Chichester: John Wiley & Sons Prokashoni.

Rahman, Dr. Muhammad Fazlur, 2004. *Bangla-English-Arbi Bayaboharik Ovidhan*. Dhaka : Riyad Prokashoni.

Rahman, Dr. Muhammad Fazlur, 2013. *Arbi-Bangla Bayaboharik Ovidhan*. Dhaka : Riyad Prokashoni.

Rahman, Dr. Shafiquer, 2019. *Bangladesher Ain Bicar Baybostha & Sambidhanik Kromobikash*. Dhaka-Chittagong : Kamrul Book House.

Sabeque, Sayed, 2015. *Fiquehus Sunnah*, Translated by Akram Faruque & Abdus Sahid Nasim, Dhaka : Shatabdi Prokashoni.

Sa'i, Muhammad Na 'īm Muhammad Hānī. 2008. *Mawsū 'at Masāi'l al - Jumhūr fī al -Fiqh*. Cairo: Dār al -Salām.

Smith. ed. by Merril D. 2004. *Encyclopedia of Rape,* Westport: Greenwood press

Sri Shivshankar Chakraborty, 1999. Srimadbhagavadgita, Dhaka: Ananda Prakashani

Tirmidī, Imam. 2008. *As-Sunan*. Riyadh: Dār al-Salām.

Translators, 1992. Injil Sharif (Bengali and English translation) Dhaka: The Bangladesh Bible Society

Translators, 2000. Holy Bible (Old and New Testament) Dhaka: Bangladesh Bible Society

Translators, 2018. Holy Tripitaka, Bangladesh: Tripitaka Publishing Society

Newspaper

Ain o Salish Kendra, 2020. Accessed Nov. 2020. http://www.askbd.org/ask/2020/10/06/violence-against-women-rape-jan-sep-2020/

Aldin, Anwar, 2015. Dhorshoner Talikay Shirshe Juktorastho, Europee 47 Vag Nari Jouno Nirjatoner Shikar, *Ittefaq*, 7 July, p. 1

Anandabazar Patrika, 2016. Dhorshone Shirshe Thaka Dosh Desh, Kolkata : 26 February. Accessed Nov. 2020. https://www.anandabazar.com/photogallery/picture-gallery-of-top-10-countries-with-rape-crime-dgtl-1.318860

Bonikbarta, July 13, 2021. https://bonikbarta.net/home/news_description/269025/ধর্ষণের- ঊর্ধ্বমুখী- প্রবণতা- ও- সামাজিক- সংস্কৃতির- অবয়ব

De, Shosangker Kumar, 2020. Dhorshoner Shasti Deshe Deshe, *Janakantha*, 14 October, P. 1

Inqilab Desk, 2020. Proti 16 Minutee Ekjon Dhorshito Varote : NCB, *Inqilab*. 4 October, P. 6

Nain, Julkar & Munna, Arafat, 2020. Deshe Deshe Kathor Shasti : Ain Songskar Kore Mrityodonder Dabi Bangladeshe, *Bangladesh Protidin*, 7 October, P. 1

Online Desk, 2016. Bishwe Dhorshone Prothom Dosh Desh, *Janakantha*, 27 October, Accessed Nov. 2020. https://www.dailyjanakantha.com/details/article/225967/বিশ্বে- ধর্ষণে- প্রথম- ১০- দেশ

Prothom Alo, 2020. Protidin Tintar Beshi Dhorshoner Ghotona, 5 October, Accessed Nov. 2020. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/প্রতিদিন- ৩টির- বেশি- ধর্ষণের- ঘটনা

Wikipedia. 2016. Accessed Dec. 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Rape

World Population Review, 2021. Accessed June. 2021. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/rape-statistics-by-country